

তরবিয়তি মুযাকারা সিরিজ : ০৫

নামায

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ



মাওলানা আব্দুল্লাহ হুযাইফা হাফিয়াহুল্লাহ

তরবীয়তি মুযাকারা সিরিজ : ০৫

নামাযঃ আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

মাওলানা আব্দুল্লাহ হুযাইফা হাফিযাহুল্লাহ



সূচিপত্র

তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায	৪
কারো দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম উপায়	৬
নামাযের আযান হয়ে গেলে নবীজীর সুন্নাহ কী ছিল?.....	৮
জামাতের সাথে নামায পড়া	৯
অন্ধ সাহাবীকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেননি	১০
মসজিদে এসেই নামায পড়ো	১০
ইচ্ছে করে, তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই.....	১১
প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত ছাড়ত না.....	১১
তিনি যেন আযানেরই অপেক্ষায় ছিলেন.....	১৩
তাঁর সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য	১৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

মুহতারাম ভাইয়েরা, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে মুখতাসার কিছু কথা
ভাইদের সাথে মুযাকারার করার ইচ্ছে করেছি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা
ইখলাস ও ইতকানের সাথে কথাগুলো বলার এবং আমাদের সবাইকে সে
মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যা আমরা সবাই জানি, হাদীসটি ইমাম মালেক রহ. তাঁর
কিতাব মুআত্তাতে এনেছেন।

তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى
عُمَالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ
وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ

“আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর আযাদকৃত দাস নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, একবার
হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. তাঁর (অধীনস্থ) কর্মকর্তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি
লিখে পাঠান যে, আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, নামায।
অতএব যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে নিজের
দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি
নষ্ট করবে।” মুআত্তা ইমাম মালেক : ৬

মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলমুনতাকার লেখক আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ
আল বাজী রহ. (মৃত্যু ৪৭৪হি.) বলেন,

حفظ دينه: يحتمل معنيين أحدهما أنه حفظ معظم دينه وعماده...
والثاني أن يريد هنا به حفظ سائر دينه فإن مواظبة الصلوات في الجماعات
مما يستدل به على صلاح المرء وخيره...

“সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল- এর দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথমটি হল, সে দ্বীনের সবচেয়ে বড় বিধান ও স্তম্ভের হেফায়ত করল।

দ্বিতীয়টি হল, সে তার পুরো দ্বীনের হেফায়ত করল। কারণ, জামাতের সাথে নামাযের আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এটি কোনো ব্যক্তি নেককার হওয়ার প্রমাণ বহন করে ...”।

মুহতারাম ভাইয়েরা, কথাটি বলছেন হযরত ওমর রাযি।। তাঁর কথাটি নিয়ে কিছু বলার আগে চলুন আমরা তাঁর সম্পর্কে দুটি কথা একটু স্মরণ করে নিই।

হযরত ওমর রাযি. হলেন সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) আমার পরে কেউ নবী হলে সে হত ওমর।

পুরো হাদিসটি হল-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ).

وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم : فصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي

“হযরত উকবা বিন আমের রাযি. থেকে বর্ণিত রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে কেউ নবী হলে সে হত ওমর”। সহীহুল জামে : ৫২৮৪ (ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. সহী বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।)

হাফেয সুযুতী রহ. তাঁর 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে এবং আবু আব্দুল্লাহ শাইবানী রহ. 'ফাযায়েলুল ইমামাইন' গ্রন্থে এমন বিশটিরও বেশি বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো নাজিল হওয়ার পূর্বেই হযরত ওমর রাযি. এর অন্তরে উদয় হয়েছিল। ওগুলো নাজিল হওয়ার আগেই তিনি চাচ্ছিলেন, ওই হুকুমগুলো আসুক। হাফেয

সুযুতী রহ. 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে **فصل في موافقات عمر رضي الله عنه** বলে
আলাদা শিরোনাম কয়েম করেছেন।

এটি ছিল জামাতে সাহাবার মধ্যে একমাত্র তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এবার তাঁর কথাটি একটু খেয়াল করুন, তিনি বলছেন, **إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ** আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায।

কথাটি যদিও তাঁর নিজের। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না। কিন্তু
ওপরের দুটি বিষয় মাথায় রাখলে তাঁর কথার ওয়নটা বুঝা সহজ হবে।

মুহতারাম ভাইয়েরা, হযরত ওমর রাযি. কথাটি যদিও তাঁর কর্মকর্তাদের জন্য
লিখেছিলেন কিন্তু কথাটি তো আসলে আমাদের সবার জন্যই। তাই না?

অতএব আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, আমরাও আমাদের মনে এ কথা গেঁথে নিই
যে, আমার যত কাজ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, আমার
নামায।

আমার দারস, দাওরা, মশওয়ারা, সফর, মোলাকাত ইত্যাদি যত কাজ আছে সব
কাজের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল, আমার নামায। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
দ্বিতীয় কোন কাজ আমার নেই। আমার সব কাজের মধ্যে নামাযই হল সবার
আগে।

এটি হল তাঁর কথার প্রথম অংশ।

কারো দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম উপায়

তাঁর কথার দ্বিতীয় অংশ হল, যে ব্যক্তি তার নামাযের হেফযত করল, নামাযের
প্রতি যত্নবান হল সে তার দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে
অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে।

এ কথাটিও আমরা আমাদের মনে গেঁথে নিই ভাই যে, আমি আমার নামাযের
হেফযত যে পরিমাণ করতে পারব দ্বীনের অন্যান্য কাজের হেফযতও ঠিক সে
পরিমাণই করতে পারব। আমার দীনও ঠিক পরিমাণই মাহফূয থাকবে।

সংক্ষেপে বললে, আমার নামায ঠিক তো, সব ঠিক। নামাযে কমতি তো, সব কাজে কমতি। নামাযটাকে বলা যায় একজন মুসলিমের দ্বীনদারী মাপার 'মীযান' বা পরিমাপক একটি আমল।

যে কোনো মুসলমানকে দেখে তাঁর দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম একটি উপায় হল, তার নামায কেমন? সে নামাযের ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান? তার নামাযের যাহের-বাতেনের কী হালাত?

নামাযে যত্নবান তো দ্বীনের অন্যান্য ব্যাপারেও আশা করা যায় সে যত্নবান হবে ইনশাআল্লাহ। নামাযে গাফেল তো অন্যান্য ব্যাপারে আরও বেশি গাফেল হবে। ব্যতিক্রম কেউ থাকতেও পারে, তবে সাধারণ ভাবে এমনই হয়।

এ জন্য ভাই আমরা নিজেরাও নামাযের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের ভাইদেরকেও এ ব্যাপারে তারগীব দেবো। কোন ভাইকে যদি দেখেন তিনি নামাযের ব্যাপারে খুব যত্নবান তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন তিনি অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও যত্নবান হবেন ইনশাআল্লাহ।

নামাযের হালাত এর বিপরীত হলে ফলও হবে এমনই। আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে এ থেকে হেফাজত করেন আমীন

এ জন্য ভাই, কোনো ভাইয়ের মাঝে কোনো ব্যাপারে গাফলতি দেখলে আপনি ওই ভাইয়ের 'মেইন সুইচে' চাপ দিন।

মেইন সুইচ মানে কি বুঝেছেন ভাইয়েরা? নামাযই হল একজন মুমিনের সব হালাত ঠিক করার মেইন সুইচ।

হযরত ওমর রাযি. এর কথার এটাই মর্ম, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে।

এ জন্য মুহত্তারাম ভাই, আমরা নিজেরাও ওপর এই ইলতিযাম করি যে, নামাযের আযান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব কাজ বন্ধ করে দেব ইনশাআল্লাহ। তখন আমাদের একটাই কাজ। নামাযের প্রস্তুতি নেয়া।

নামাযের আযান হয়ে গেলে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল, যার জন্য আমাদের সব কিছু, সব কষ্ট, সব শ্রম তাঁর কাছে হাজিরি দেয়া। সেই হাজিরির জন্য জাহেরি-বাতেনি ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা।

নামাযের আযান হয়ে গেলে নবীজীর সুন্নাহ কী ছিল?

দেখুন ভাই, নামাযের আযান হয়ে গেলে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কী ছিল? এ সংক্রান্ত হাদীসটি হয়তো আমাদের সবারই জানা আছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রাযি।

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَتْ : كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ .

“আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকাকালে কী করতেন? তিনি উত্তর দেন, তিনি ঘরের লোকদের কাজ করে দিতেন তবে যখনই আযান শুনতেন নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন”। সহী বুখারী : ৫৩৬৩

লক্ষ করুন, হযরত আয়েশা রাযি. বলছেন, তিনি যখন আযান শুনতেন নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন। এর অর্থ, আর দেরি করতেন না। প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হলে তা নিতে শুরু করতেন।

সহী বুখারীর অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلُهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَّ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ .

“আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাযি.কে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শুরুর দিকে ঘুমাতে।

শেষ দিকে উঠে নামায পড়তেন। নামাযের পর (সামান্য সময়ের জন্য) আবার বিছানায় যেতেন। তবে যখন মুয়াযযিন আযান দিত তখন লাফিয়ে উঠতেন। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন, না হয় ওযু করে মসজিদের দিকে বের হয়ে যেতেন”। সহী বুখারী : ১১৪৬ (তাহাজ্জুদ অধ্যায়)

লক্ষ করুন ভাই, হাদীসের শব্দটি হল- وَثَبَ যার অর্থ, তখন তিনি লাফিয়ে উঠতেন বা অতি দ্রুত উঠে যেতেন।

তো নামাযের আযান হয়ে গেলে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুম্মাহ হল, সঙ্গে সঙ্গে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করা।

আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুম্মাহর ওপর আমল করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করেন আমীন।

জামাতের সাথে নামায পড়া

মুহতারাম ভাইয়েরা, নামাযের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি একান্ত নিরুপায় না হলে সব সময়ই আমরা জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাধারণ অভ্যাস যেন এটিই হয় যে, আমরা সব নামায জামাতের সাথে আদায় করব। শরিয়ত আমাদেরকে যে যে অবস্থায় জামাত ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে ওই অবস্থা না হলে কখনোই আমরা জামাত ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন খাস কোনো হালাতের সম্মুখীন হবো তখন একথা নিশ্চিত হয়ে নেব যে, এ হালাতে শরিয়ত আমাদেরকে জামাত ছাড়ার অনুমতি দেয় কি না?

এ ক্ষেত্রেও ভালো হয় নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে এ বিষয়ে বিজ্ঞ কোনো ভাই থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া। শরিয়ত অনুমতি দিলে জামাত ছাড়লাম। অনুমতি না দিলে জামাতে শরিক হলাম।

নিরাপত্তাজনিত কোনো ব্যাপার থাকলে তো ভিন্ন কথা। এটি তো গ্রহনযোগ্য একটি ওযর। এমন কোনো ওযর না থাকলে আমরা সব সময় অবশ্যই জামাতের সাথেই নামায আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা আমাদের সফরগুলোকে এমন ভাবেই সাজাবো যেন যথাসম্ভব জামাত না ছুটে। আল্লাহ আমাকে এবং আমার সকল ভাইকে তাওফীক দান করেন। সালাতুল খাওফের বিশেষ পদ্ধতির হিকমাহ তো এটাই। জিহাদ চলাকালেও জামাতের সাথে নামায পড়া চাই, যদি সম্ভব হয়।

এবার শুধু একটু স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস বলি,

অন্ধ সাহাবীকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেননি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. «رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল, আমার কোনো পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। (এ কথা বলে) সে বাড়িতে নামায পড়ার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চাইল। তিনি প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে রওনা হল, তখন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তখন বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও। (অর্থাৎ মসজিদে এসেই নামায পড়ো)”।) সহী মুসলিম : ৬৫৩

মসজিদে এসেই নামায পড়ো

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - وَقِيلَ: عَمْرٍو بْنِ قَيْسٍ - الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَحَمَلَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

“অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি। থেকে বর্ণিত, একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, মদিনায় সরীসৃপ (সাপ, বিছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্র পশু অনেক। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ‘হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ’ (অর্থাৎ আযান) শুনতে পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসেই নামায পড়ো”। সুনানে আবু দাউদ ৫৫৩, সুনানে নাসায়ী ৮৫১ (হাদীসটি হাসান)

ইচ্ছে করে, তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخْلِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ». «مَنْفَقٌ عَلَيْهِ

“হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছে করে, (কয়েক জনকে) জ্বালানী কাঠ একত্রিত করার আদেশ দিই। অতঃপর (একজনকে) নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। এরপর কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি সেই সব পুরুষের কাছে যাই (যারা মসজিদে আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই”। (সহী বুখারী : ৬৪৪, সহী মুসলিম : ৬৫১)

প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত ছাড়ত না

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ الْبِقَاقِ، وَلَقَدْ

كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى : وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ .

“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে একথা
 আনন্দ দেয় যে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে,
 তার উচিত, সে যেন ফরয নামাযগুলো ওই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে
 যত্নবান হয়, যেখানে আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কারণ, মহান আল্লাহ
 তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হেদায়েতের পস্থা নির্ধারণ
 করে দিয়েছেন। আর ফরয নামাযগুলো হল হেদায়েতের অন্যতম পস্থা ও উপায়।
 তোমরা যদি এই নামাযগুলো ঘরেই পড়ে নাও, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক
 ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে।
 আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে
 নিঃসন্দেহে পথহারা হয়ে যাবে। আমি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
 যুগে) এমন পরিস্থিতি দেখেছি যে, (জামাতের সাথে) নামায আদায় করা থেকে
 কেবল সেই মুনাফিকই পিছিয়ে থাকত, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আমি এও দেখেছি
 যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দু’জনের ওপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে
 দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো”। (সহী মুসলিম : ৬৫৪)

হাদীসের শারেহগণ বলেছেন,

هذه الأحاديث تدل على وجوب الصلاة في الجماعة.

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব;
 (যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে)

সবশেষে উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ.এর কিছু কথা উল্লেখ করে আজকের মতো
 মুযাকার শেখ করব ইনশাআল্লাহ।

কথাগুলো তিনি বলেছেন শাইখ সাঈদ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহ. সম্পর্কে, যিনি
 ছিলেন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ও শাইখ আইমান জাওয়াহিরি
 হাফিজাহুন্নাহর পর আল কায়েদা খোরাসানের কেন্দ্রীয় জিম্মাদার।

তিনি যেন আযানেরই অপেক্ষায় ছিলেন

তিনি শাইখ রহ. সম্পর্কে বলেন,

অধিকাংশ নামাজের পরই শাইখ নামাজের গুরুত্ব, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ইখলাস ইত্যাদি বিষয়ে বয়ান করতেন। সুযোগ পেলে আমার তাজবিদের ভুলগুলো ঠিক করতেন। আমার আযান ইকামত ও তেলাওয়াতের সবগুলো ভুল তিনিই ঠিক করেছেন। তারপর আসল তরবিয়ত তো নিজের আমল দ্বারা করতেন।

সুবহানাল্লাহ! তাঁর নামাজ কত সুন্দর ছিল! তাঁর মত সুন্দর নামাজ আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি।

দেখা গেছে, শাইখ হয়তো সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্কে জযবা সৃষ্টিকারী আলোচনার মধ্যে আছেন। এমন সময়ও আযান হলে সাথে সাথে উঠে যেতেন। যেন তিনি আযানেরই অপেক্ষায় ছিলেন এবং তাঁর মন নামাজেই আটকে ছিল।

তারপর গুরুত্ব সহকারে অজু করতেন ও নফল আদায় করতেন। এরপর নামাজ পড়াতেন। তিনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনিই নামাজ পড়াতেন। তিনি হাফেজ ছিলেন। তাই তাকে মুজাহিদরা 'শাইখ হাফেজ' নামে অবহিত করত।

তিনি খুব ধীরস্থির ভাবে তেলাওয়াত করতেন। অন্তর প্রশান্তকারী তেলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক শব্দ বাক্যের হক আদায় করতেন। মনে হত অর্থ মর্মের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি তেলাওয়াত করছেন। রুকু সেজদা কিয়াম সবই লম্বা করতেন। তাঁর পিছনে নামাজ পড়লে বুঝা যেত আল্লাহ-ওয়ালাদের নামাজ চোখের শীতলতা কিভাবে হত?

তাঁর সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য

আমার মনে হয় শাইখের কাজ, সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য হলো নামাজের প্রতি তাঁর গুরুত্ব। কারণ যেই ব্যক্তির নামাজ ঠিক হয়ে যায় তার জীবনের সব কাজ ঠিক হয়ে যায়।

সারাদিন বৈঠক, বয়ান, মজলিস সফরের ক্লাস্তির পরও তিনি তাহাজ্জুদে উঠে যেতেন। আমার মনে পড়ে না যে, আমি কখনও তাঁকে তাহাজ্জুদে উঠতে দেখিনি। ব্যস্ততার দরুন যদি তিনি রাত দুইটায়ও ঘুমাতে তাও ফজরের কমপক্ষে এক ঘণ্টা

আগে উঠে নফল আদায় করতেন। এবং দুআ ও তেলাওয়াতে সময় কাটাতেন। তাহাজ্জুদের এমন নজির আমি আর দেখিনি।

মোটকথা, তাঁর বয়ানের আগে তাঁর আমলই তাঁর নিকটস্থদের জন্য তরবিয়ত ও তাযকিয়ার একটি সামান ছিল।

শাইখ সম্পর্কে উস্তাদ আহমদ ফারুক রহ.এর কথাগুলো আল্লাহ আমাদের অন্তরে গেঁথে দেন। আমীন।

ভাই, আজ এ কয়েকটি কথাই আরজ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন।

আমাদের সবাইকে শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين

وأخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين
